প্রথম আলো

তারিখ 16 DEC 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শ্রেণিকক্ষের দরজায় মাছের দোকান

লাল মোহন সাহা স্ট্রিটের মুসলিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

রাজধানী প্রতিবেদক ●

পুরান ঢাকার ওয়ারীর লাল মোহন সাহা স্ট্রিটের মুসলিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চলছে একটিমাত্র শ্রেণিকক্ষ নিয়ে। তার ভেতরেই ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিল আর শিক্ষকদের দপ্তর। বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। শ্রেণিকক্ষের সামনে মাছ ও সবজি দোকান। আঁশটে গন্ধে ক্লাসে বসতে পারে না শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, একটু বৃষ্টি হলেই সড়কের পানি এসে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে জমে যায়। তখন বন্ধ হয়ে যায় ক্লাস-পরীক্ষা। এলাকাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত।

জানতে চাইলে সূত্রাপুর থানা শিক্ষা কর্মকর্তা মঈনুল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিহ্নিত পুরান ঢাকার ১২টি জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি একটি। এই বিদ্যালয়টি গত অক্টোবরে পরিদর্শন করেছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। স্কুলের জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আদালতে মামলা চলেছে। সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে বিদ্যালয়ের জমির মালিকানা পেয়েছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। তাই লাল মোহন সাহা স্ট্রিটের দক্ষিণ মোহসিন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি একীভূত হবে। গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা যায়, পুরান ঢাকার ওয়ারীর ২১৯ লাল মোহন সাহা স্ট্রিটে টিনের ছাউনি দেওয়া একটি কক্ষ নিয়ে আছে ওই বিদ্যালয়। প্রায় ২৮ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৩ ফুট প্রস্থের এই কক্ষের ভেতরে এলোমেলোভাবে আছে ১৫ থেকে ২০টি পুরোনো চেয়ার-টেবিল। কক্ষের এক কোণে ছোট একটি টেবিলে দাপ্তরিক কাজ করছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেনোয়ারা বেগম। কক্ষের ভেতরে ছড়িয়ে আছে ময়লা-আবর্জনা। আর সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নেই। বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে মাছ ও সবজি নিয়ে বসে আছে প্রায় ১০টি অস্থায়ী দোকান।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সাথী আক্তারের বাসা বিদ্যালয়-সংলগ্ন। সাথি বলছিল, 'স্কুলে খাবার পানি ও টয়লেট না থাকায় আমাদের অনেক কষ্ট হয়। প্রয়োজনে সবাইকেই বাসায় চলে যেতে হয়।' স্থানীয় বাসিন্দা মাহফুজ আহমেদ বলেন, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাতে চান না। আর বিদ্যালয়ের সামনে মাছের দোকান বসায় পরিবেশ আরও বেশি নষ্ট হয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৫৭ সালে লাল মোহন সাহা স্ট্রিটে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখন শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী আছে প্রায় ৭০ জন, নিয়মিত গড়ে ৪০। আর শিক্ষক মাত্র তিনজন। শিশু থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির দুই পালায় ক্লাস-পরীক্ষা হয়।

হেনোয়ারা বেগম বলেন, 'বিদ্যালয়ের সামনে মাছের বাজার না বসাতে দোকানিদের বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ তা মানছে না। তারা কথা না শুনলে আমরা কী আর করব।'